অহিংসা (Non-Violence):

মানুষকে হিংসা বর্জন করতে গান্ধীজীই প্রথম বলেননি। বহু প্রাচীন কাল থেকেই অহিংসার বাণী এদেশে প্রচারিত হয়েছে। আমাদের গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর অনেকেই এই অহিংসার বাণী প্রচার করেছেন। গান্ধীজী বলছেন 'এ প্রসঙ্গে আমার জগতকে কোন নতুন কিছু শিক্ষা দেবার নাই। সত্য এবং অহিংসা পাহাড়ের মতই প্রাচীন। আমি যা করেছি, তাহল এ দুটি বিষয় নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এবং তা করতে গিয়ে কখনও কখনও ভুল করেছি। ঐ ভুল থেকেই আমি শিক্ষা নিয়েছি।'

তাই গান্ধীজীর সমগ্র জীবন দর্শন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সত্য ও অহিংসা এক অখণ্ড আদর্শে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর চিন্তায়। তিনি এই দুটি বিষয়কে কখনই 'জমজ' বলে মনে করেননি। বরং তার মতে সত্য অহিংসার অন্তরে অবস্থিত। একটিকে অপরটি থেকে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এরা একই মুদ্রার দুই দিকের মতো অথবা বলা যায় স্ট্যাম্প ছাড়া ঘষা একটি ধাতুর গোলাকৃতি - যার কোন দিকটি সোজা আর কোন দিকটি উল্টো বলা যায় না। অহিংসা হল উপায়, আর সত্য হল লক্ষ্য। সুতরাং অহিংসাই হল আমাদের চরম কর্তব্য। কর্তব্য যদি আমরা শত বাধা সত্ত্বেও যথাযথভাবে পালন করি, তবে লক্ষ্যে আমরা একদিন পৌছাবো নিশ্চয়ই আগে বা পরে।

প্রথমে আমরা গান্ধীজীর ভাবনায় 'অহিংসা' কিঅর্থে প্রতিফলিত হয়েছে তার আলোচনা করছি, এজন্য নয় যে, গান্ধীজী এই শব্দটিকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন, যে অর্থ প্রথাসিদ্ধ অর্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজী গুরুত্ব দিয়েছেন অহিংসার কিছু বিশেষ দিক সম্পর্কে - যে দিকগুলিকে অহিংসার অন্য উপাসকেরা তেমন গুরুত্ব দেননি। ফলে গান্ধী ভাবনায় অহিংসা এক বিশেষ রূপ লাভ করেছে - যেটা তাঁর নিজস্ব বিশিষ্ট ভাবনা।

'অহিংসা' শব্দটির একটি নঞর্থক দিক যেমন আছে, তেমনি আছে একটি সদর্থক দিক। অহিংসার স্বাভাবিক অর্থ 'হত্যা না করা'। আরো বৃহৎ অর্থে বলা যায়, 'অহিংসা' হল কাউকে আঘাত না করা। যে কোনভাবেই হোক 'হিংসা' শব্দটির বিপরীত শব্দ হল 'অহিংসা'। 'হিংসা'র অর্থ যা যন্ত্রণার উদ্রেক ঘটায় অথবা কোন জীবনকে হত্যা করা ক্রোধবশতঃ অথবা স্বার্থপরতা বশতঃ। এই সমস্ত কিছু থেকে বিরত থাকাই অহিংসা। প্রকৃতপক্ষে 'অহিংসা'কে এইভাবে গ্রহণ করার প্রেরণা গান্ধীজী পান জৈনদর্শন থেকে, যেখানে বলা হয়েছে চিন্তায়, বাক্যে এবং ক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত অহিংস থাকার কথা। জৈন দর্শনে ব্যক্তি শুধু নিজে 'হিংসা' থেকে বিরত থাকবেন এমন নয়, তিনি কোন হিংসার কারণ হবেন না অথবা 'হিংসা' ঘটার সমর্থনও করবেন না।

তবে জৈন মতের অনুরূপ কঠোর অর্থে গান্ধীজী 'অহিংসা'র নঞর্থক দিকটিকে স্বীকার করেননি। কারণ তিনি জানতেন বাস্তব জীবনে এতো কঠোরভাবে অহিংসা পালন সম্ভব নয়। এও

Scanned by CamScanner

জানতেন কোন কোন ক্ষেত্রে 'হিংসা'কে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যেমন, খাদ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে, জলপান করার ক্ষেত্রে, হাঁটা-চলার ক্ষেত্রে, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে অন্যের দেহকে আঘাত না করে নিজের দেহকে রক্ষা করা অসম্ভব। বস্তুতঃ গান্ধীজী প্রকাশ্যেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে হত্যাকে অনুমোদন করেছেন। তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় ১৯২৬ সালের ৪ঠা নভেম্বর লিখছেন,

"Taking life may be a duty. We do destroy as much life as we think necessary for sustaining our body. Thus, for food we take life, vegetable and other, and for health we destroy mosquitos and the like by the use of disinfectants etc. and we do not think that we are guilty of irreligion in doing so... for the benefit of the species we kill carnivorous beasts... even man-slaughter may be necessary in certain cases. Suppose a man runs a muck and goes furiously about sword in hand, and killing any one that comes in his way, and no one dares to capture him alive. Anyone who despatches this lunatic, will earn the gratitude of the community and be regarded as a benevolent man."

কিন্তু গান্ধীজী 'অহিংসা' সম্বন্ধে যে সদর্থক ধারণা পোষণ করতেন সেটি আরো গভীরে নিয়ে যায় আমাদের। তাঁর মতে অহিংসা হল মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। হিংসা দিয়ে কোন কিছুর স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয় ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে। যদি আমরা পৃথিবীতে জীব বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তবে দেখা যাবে, যদিও প্রাথমিক অবস্থায় পশুশক্তিই নিয়ন্ত্রণ করেছে জীবজগৎকে, কিন্তু বিবর্তনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জীব জগতে অহিংসার অগ্রগতি ঘটেছে। বস্তুতঃ জীব জগতের কেউই নিজের প্রজাতিকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে না বা ধ্বংস করে না।

বস্তুতঃ অহিংসার সদর্থক দিক 'ভালবাসা' ছাড়া আর কিছুই নয়। 'ভালবাসা' হল এমন এক অনুভূতি যা আমাদের সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করে। ভালবাসার অনুভূতিতে ব্যক্তি তার ভালবাসার বস্তুর সঙ্গে নিজেকে একাকার করে ফেলে। তাই অহিংসার জন্য প্রয়োজন এমন এক স্বাধীন মানসিকতার যেখানে ক্রোধ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, প্রতিশোধ ঈর্ষাপরায়ণতা প্রভৃতি কিছুই থাকবে না। কারণ এগুলিই হল ভালবাসার পথে প্রধান বাধা। প্রাসঙ্গিকভাবে গান্ধীজী বলছেন, 'অহিংসা ভালবাসর এক সদর্থক গুণ যা অন্যায়কারীরও মঙ্গল কামনা করে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অহিংসা অন্যায়কারীকে তার অন্যায়ের কাজে সাহায্য করবে অথবা নিষ্ক্রিয় ও মৌন সম্মতির দ্বারা তার অন্যায় কাজকে সহ্য করবে। পক্ষান্তরে, ভালবাসা যা অহিংসার সক্রিয় অবস্থা, তা চাইবে যে আপনি অন্যায়কারীর কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে তার প্রতিরোধ করুন-এই কাজ যদি তাকে অসন্তুষ্ট করে অথবা তাতে যদি তার শরীরে আঘাত লাগে তবু সেই কাজ করতে হবে।'

প্রকৃতপক্ষে, গান্ধীজীর কাছে 'অহিংসা'র মূল্য দুটি। প্রথমটি 'মানবীয় গুণ' ও দ্বিতীয়টি 'সংগ্রাম কৌশল'। মানবীয় গুণ হিসাবে অহিংসার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন দুই দিক থেকে — ১) জৈব জীবনের বিকাশ ও ২) মনুষ্যত্বের বিকাশ। সমাজে মানুষ একক নয়, সমাজ না থাকলে মানুষ আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। সুতরাং সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা

Scanned by CamScanner

করার জন্য পারস্পরিক প্রেম সহযোগিতা ও অহিংসার নীতিকে অনুসরণ করতেই হবে।

সংগ্রাম কৌশল হিসাবে অহিংসা অনেক বেশি কার্যকর। অস্ত্রের সাহায্যে হিংসা দ্বারা সমস্যার সমাধান কোন দেশে, কোন কালেই হয়নি। তাছাড়া হিংসা হল প্রধানতঃ দৈহিক শক্তিমানের হাতিয়ার। অস্ত্রের সাহায্যে হিংসা যে সাফল্য আনে তা নির্ভর করে অস্ত্রের ধ্বংসাত্মক শক্তির পরিমাপের উপর, যারা অস্ত্র প্রয়োগ করবে তাদের দলগত ও সাংগঠনিক শক্তির উপর। শারীরিক শক্তিতে যে মানুষ দুর্বল হিংসা কখনই তার কাছে অন্যায় প্রতিরোধের হাতিয়ার হতেপারে না— যদিও অস্ত্রের সাহায্যে সে সাময়িক শারীরিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আবার তারঅস্ত্রের সঙ্গে প্রতিপক্ষের অস্ত্রের তুলনামূলক উৎকর্ষতার উপর নির্ভর করবে সফলতা কিম্বা ব্যর্থতা।

তাই সবদিক বিবেচনা করে, সমস্যার মূলে গিয়ে সমাধান করতে হলে অহিংসাই হল শ্রেষ্ঠ কৌশল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'অহিংসা নিষ্ক্রিয় আধ্যাত্মিকতা নয়, যা অলস ধ্যানে নিমগ্ন থাকবে। অহিংসা হল এক সক্রিয় শক্তি যা শত্রুর শিবিরে যুদ্ধকে বহন করে নিয়ে যায়। সর্বপ্রথম শত্রু শিবির হল স্বয়ং। তাই প্রত্যেককে নিজের অন্তরে ক্রমাগত সন্ধানী আলো ফেলতে হবে। ...প্রত্যেককে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অস্ত্রের দ্বারা গর্ভনমেন্টের, সমাজের এবং দেশের মধ্যে যে অন্যায় রয়েছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। কেননা পাপের সঙ্গে সহযোগিতা কিছুতেই করা যাবে না'।

গান্ধীজী অহিংসাকে সমাজীকরণ করতে চেয়েছিলেন। অহিংসাকে ব্যক্তির স্তর থেকে সমাজের স্তরে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। সমাজের শক্তিরূপে অহিংসার অর্থ হল শোষণহীনতা। এটি কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাকে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

এই অহিংসা পালনের চরম শর্ত হল গান্ধীজীর কাছে ঈশ্বরের বিশ্বাস। অহিংস আচরণের জন্য প্রয়োজন অন্তরের শক্তি — যার উৎস হতে পারে একমাত্র ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস। ঈশ্বরের আন্তরিক বিশ্বাসই মানুষকে শিক্ষা দেয় অন্যান্য সকল মানুষকে আপন ভাবতে। এভাবে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসাই - মানুষের প্রতি ভালবাসায় পর্যবসিত হয়।

Scanned by CamScanner